দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 0 5 JUN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

103

গোবিন্দগঞ্জে মহিলা কলেজ স্থাপন

গোবিন্দগঞ্জ উত্তরাঞ্চলের একটি বৃহত্তম উপজেলা। ৪ লাখেরও বেশী লোকের বাস এই উপজেলায়। কৃষি, ব্যবসাসমৃদ্ধ এবং শিল্প সম্ভাবনাময় এই উপজেলায় শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে সমানুপাতিক। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আর এই নারী সমাজকে শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে না পারলে দেশের তথা জাতির সার্বিক উন্নয়ন এবং সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই দিক বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক সম্প্রতি গোবিন্দগঞ্জ সমিতি এই উপজেলা সদরে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা জেনে আমরা উপজেলা প্রশাসন, সরকার বাহাদুর তথা সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতারঅনুরোধজানাচ্ছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দগঞ্জ কলেজে বর্তমানে ১৭০০ (এক হাজার সাতশত) ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৫০ (চারিশত পঞ্চাশ) জন। এই কলেজটি সরকারীকরণ করার দাবীও এলাকাবাসী দীর্ঘদিন থেকে করে আসছে। গোবিন্দগঞ্জ কলেজে ছাত্রীবাস না থাকায় বেশ কিছু ছাত্রী গোবিন্দগঞ্জের বাইরে যেয়ে কলেজে লেখাপড়া করছে। এখানে মহিলা কলেজ এবং ছাত্রীবাস প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক ছাত্রীর দূর-দূরান্তে যেয়ে লেখা-পড়া করার সমস্যা দূর হবে এবং সেই সাথে এই এলাকার অভিভাবকবৃন্দ বাড়তি খরচের হাত থেকে রেহাই পাবেন। আসুন আমরা সবাই মিলে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করি।

মোঃ মোকসেদ আলী
২৪৭/২৪৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা।

স্কুলটি যেমন ছিল তেমনই আছে

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন চিকনাগুল এলাকার ঠাকুরের মাটি গ্রাম সংলগ্ন খাই পাড়ায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন বছর পর। স্থানীয় লোকেরা ছন-বাঁশ দিয়ে স্কুলটি দাঁড় করিয়ে ছিলেন। এই এলাকার লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই গরীব। তাই তাদের মনে আশা ছিল আগামীতে স্কুল পাকা হবে- শিক্ষকের সংখ্যা বাড়বে- তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া শিখবে। কিন্তু সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরও তাদের আশা এখনও আশা হয়েই রয়েছে। স্কুলটি যেমন ছিল তেমনই আছে। মধ্যখানে গ্রাম বান্ধব (এনজিও) স্কুলটি নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিল এবং একজন শিক্ষকও দিয়েছিল। অবশ্য সেই শিক্ষক এখনও আছেন। কিন্তু স্কুল নির্মাণের কোন কিছু হয়নি। বর্তমানে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দুইশ'।

এই জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্মাণের জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এই ক্ষুদ্র একটি স্কুল নির্মাণের বিনিময়ে এখানে শত শত শিশুরা খুঁজে পাবে শিক্ষার আলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যারা এই স্কুল নির্মাণে এতদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন, তারা হচ্ছেন কয়েকজন গরীব দিন মজুর। তাদের শিক্ষার প্রতি এ গভীর অনুরাগ দেখে আমাদের মত শিক্ষিতের আশ্চর্য হতে হয়।

শামছুল আলম সেলিম
জৈন্তাপুর,সিলেট।